নিখোঁজের চারদিন পর অটোচালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের বিজন (২৬) নামের এক ইজি বাইক চালকের নিখোজ হওয়ার চারদিন পর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিজন মোনাখালী গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে।

গতকাল রবিবার রাত সাড়ে দশটার দিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশে খবর দিলে মুজিবনগর থানা পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছে লাশ উদ্ধার করে। তবে কি কারণে এ হত্যা তা পুলিশ এখনো জানাতে পারেনি।

গত বৃহস্পতিবার বিকালে বিজন তার ইজিবাইকে কয়েক ব্যক্তিকে চুয়াডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা নিয়ে যায়। এরপর থেকেই সে নিখোঁজ ছিল। একদিন পর পরিবারের পক্ষ থেকে মুজিবনগর থানায় অভিযোগ করতে গেলে বলা হয় চুয়াডাঙ্গা থানায় অভিযোগ করার জন্য।ঘটনার পরদিন মুজিবনগর উপজেলার ভবানন্দপুর গ্রামের মাঠ থেকে ইজিবাইকটি উদ্ধার করা হলেও তখন বিজনের কোন সন্ধান মেলেনি।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদি রাসেল বলেন, ‘পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর আমাদের তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান ছিলো। তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান আছে, যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে হবে। ‘

মেহেরপুর গোয়েন্দা পুলিশের ওসি সাইফুল আলম বলেন,’ অভিযোগের পর অটোচালক বিজনের ফোন বন্ধ ছিল। তবে আমরা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তদন্তে অনেকটা অগ্রসর হয়েছি। অপরাধীদের শীঘ্রই আইনের আওতায় আনা হবে।’

এনজিও আশা’র বাওট ব্রাঞ্চের নিখোঁজ বাবুর্চির পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

বেসরকারী এনজিও আশা’র গাংনী উপজেলার বাওট ব্রাঞ্চের বাবুর্চি হৃদয়কে জীবিত অথবা মরদেহ উদ্ধারের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার পরিবার।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হৃদয়ের স্ত্রী কনা খাতুন। এসময় তার শিশু কন্যা আনিশা খাতুন(৩), পিতা মিন্টু হোসেন ও মা আক্তার বানু উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

মায়ের পক্ষে লিখিত বক্তব্যে পাঠ করেন হৃদয়ের স্ত্রী কনা খাতুন। তিনি বলেন, ঘটনার দুই দিন পার হয়ে গেলেও হৃদয়কে জীবিত অথবা মৃত উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। তিনি অভিযোগ করেন হৃদয় নিখোঁজ থাকলেও তাকে বের করার জন্য পুলিশ আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ আমাদের বাড়িতে গিয়ে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখানোসহ হুমকী ধামকী দিচ্ছেন।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলেন, এনজিও সংস্থা আশা’র বাওট ব্রাঞ্চের ব্যবস্থাপক আমিনুল ইসলাম ও কিস্তি অফিসার সামিয়ার সাথে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আমার ছেলে তাদের অনৈতিক সম্পর্ক দেখে নিষেধ করে। এঘটনায় ম্যানেজার আমিনুল ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারধর ও দেখে নেওয়ার হুমকী দেন।

হৃদয় তাদের দুজনার অসামাজিক কাজের একটি ভিডিও ধারণ করেছিলেন। সেই ভিডিও নেওয়ার জন্য ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম হৃদয়কে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে আসছিল।

১ অক্টোবর বাড়ি থেকে আশা সংস্থার বাওট অফিস নিজ কার্যালয়ে যাওয়ার কথা বলে সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে বের হয়ে আসে হৃদয়। তারপর

থেকে হৃদয়ের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

পরের দিন সকালে আশা অফিসে খুঁজতে এসে অফিসের ভিতরে রক্ত এবং একটি বটি উদ্ধার করে লোকজন। এর আগে আশা অফিসের লোকজন সবাই পালিয়ে গেলেও স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়েন ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম। স্থানীয় লোকজন তাকে মারধর করে পুলিশে সোপর্দ করেন।

এসময় হৃদয়ের স্ত্রী কনা খাতুন বলেন, আমার স্বামী আমাকে বলেছিল ওই ম্যানেজার হুমকী দিয়েছে। সে আমাকে বলেছে তোকে আমি বাঁচতে দেবোনা। তোর ভিটিতে ঘুঘু চরাবো। তোর লাশটাও তোর পরিবার পাবেনা।ওই ভিডিও নেওয়ার জন্য আমার স্বামীর মোবাইল নং এ অপরিচিত মোবাইল নং থেকে ফোন দিতো। তারা বলতো বাওট বাজার থেকে তোকে মাইরি ফেলাবো।

তিনি ওই দিনকার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তার সাথে আমার রাত ৮ টার দিকে প্রথম কথা হয়েছে। সে বলেছিল কারেন্ট নাই। আমি নিচে বসে আছি। পরে রাত ১১ টার দিকে আবারও ফোন দিয়ে বলেছিল আমার কিছু ভাল লাগছেনা। ঘুম আসছেনা। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে উঠে আর তার ফোনে ঢুকতে পারিনি। ফোন বন্ধ পেয়েছি।

তিনি বলেন পুলিশ এবং আশা এনজিওর লোক আমাদের পরিবারকে চাপ দিচ্ছেন আমার স্বামীকে বের করার জন্য। তিনি দাবী করেন আমার স্বামীকে পুলিশ উদ্ধার করে দিক। সে যদি অন্যায় করে তার যে সাজা হবে দিক। আর যদি তার লাশ পাই তাহলে আমি ওই এনজিওকে দায়ী করবো।

এঘটনায় আক্তার বানু তার ছেলে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। যার নং ১৬২, তারিখ ০৪/১০/২০২২ ইং।

মেহেরপুরে এক মাস ৭ দিন ধরে পাখি ভ্যান চালক জিবন নিখোঁজ

এক মাস ৭ দিন পার হলেও কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি পাখি ভ্যান চালক কিশোর জিবন (১৬) কে। জিবন মেহেরপুর সদর উপজেলার পুরাতন দরবেশপুর

গ্রামের বাবু’র ছেলে।

কিশোর জিবন পেশায় একজন পাখি ভ্যান চালক হলেও মাঝে মধ্যে চুয়াডাঙ্গা থেকে মুদিও বিভিন্ন মালামাল কিনে এনে স্থানীয় দোকানদারদের কাছে বিক্রি করতো।

গত মাসের ২২ তারিখে জিবন তার বাড়ি থেকে পাখি ভ্যান নিয়ে বের হয়ে অদ্যবধি ফিরে আসেনি। এঘটনায় জিবনের পিতা বাবু হোসেন মেহেরপুর সদর থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। ডাইরি নং ১২৪৩, তারিখ ২৪/০৮/২০২২ ইং।

জিবনের পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে স্থানীয় বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মফিজ জানান, জিবন প্রতিদিনের ন্যায় ওই দিনও পাখি ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। পরে আর সে বাড়িতে ফিরে যায়নি। তাদের আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সব স্থানেই খোঁজাখুজি করেন। একদিন পরে সদর থানায় একটি জিডি করেন।
এসআই মফিজ বলেন, এরপর এলাকার সব যায়গায় পুলিশের পক্ষ থেকে খোঁজাখুজি করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তারবার্তাও দেওয়া হয়েছে। আসলে জিবনের ভাগ্য কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছেনা।

এদিকে জিবনের ইনকামের উপরই দিন মজুর পিতার সংসারের স্বচ্ছলতা নির্ভর করতো। জিবনকে না পাওয়ায় পিতা মাতা এখন অনেকটাই দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

তবে, পুলিশের পক্ষ থেকে সব ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে জানান এসআই মফিজ।

বাক প্রতিবন্ধী নুর ইসলামের সন্ধান চাই

বাক প্রতিবন্ধী নুর ইসলাম (৪৫)। পিতার নাম সামাদ আলী মন্ডল। নুর ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর হালসানা পাড়ার বাসিন্দা।

প্রায় এক মাস হলো বাড়ি থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। গায়ের রং ফর্সা। পরনে একটি চেক লুঙ্গি আর গায়ে সাদা জামা ছিলো। কথা বলতে ও শুনতে পাইনা। বাক প্রতিবন্ধী।

যদি কোন হ্রদয়বান ব্যাক্তি তাঁর খোজ পেয়ে থাকেন তবে এই নাম্বার যোগাযোগ করার অনুরোধ রইলো।

যোগাযোগের জন্য মিলন হোসেন ০১৭৭৫৭২৬৯২৪ ।

সাংবাদিক কাজলের ৩ মামলার কার্যক্রম স্থগিত

পক্ষকাল পত্রিকার সম্পাদক ও ফটো সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের নামে দায়ের করা তিনটি মামলার কার্যক্রম স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। বুধবার (১ জুন) বিচারপতি এ এস এম আব্দুল মোবিন ও বিচারপতি মো.আতোয়ার রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ দুই মাসের জন্যি এই তিনটি মামলার কার্যক্রম স্থগিত করেন।

সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল মেহেরপুর শহরের কাশারীপাড়া এলাকার মৃতু মীর মনোয়ার হোসেনের ছেলে।

গত বছরের ৮ নভেম্বর ফটো সাংবাদিক কাজলের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পৃথক তিন মামলায় চার্জ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দিয়েছেন ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক আসসামছ জগলুল হোসেন ।
রাজধানীর শেরে-বাংলা নগর, হাজারীবাগ ও কামরাঙ্গীরচর থানায় ওই তিনটি মামলা দায়ের হয়।
চার্জ শুনানিকালে সাংবাদিক কাজল আদালতে হাজির ছিলেন। তার পক্ষে ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া অব্যাহতি চেয়ে শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম শামীম চার্জগঠনের প্রার্থনা করেন।
উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত সাংবাদিক কাজলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ তাকে পড়ে শোনান।

এরপর তার কাছে জানতে চান, তিনি দোষী না নির্দোষ। এ সময় কাজল নিজেকে নির্দোষ দাবি করে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেন।
এরপর আদালত তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের আদেশ দেন। কাজলের আরেক আইনজীবী জাহেদুর রহমান এ তথ্য জানান।
পরে হাইকোর্টে আবেদন করেন কাজল
যুব মহিলা লীগ নেত্রী পাপিয়াকে জড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখি করায় গত বছর ৯ মার্চ রাজধানীর শেরে বাংলা নগর থানায় কাজলসহ ৩২ জনের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন মাগুরা-১ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শেখর। এরপর ১০ ও ১১ মার্চ রাজধানী হাজারীবাগ ও কামরাঙ্গীরচর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আরও দুটি মামলা হয়।
মামলা হওয়ার পর গত বছর ১০ মার্চ সন্ধ্যায় রাজধানীর হাতিরপুলের ‘পক্ষকাল’ অফিস থেকে বের হওয়ার পর সাংবাদিক কাজল নিখোঁজ হন। ১১ মার্চ চকবাজার থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন তার স্ত্রী জুলিয়া ফেরদৌসি নয়ন। পরে ১৮ মার্চ রাতে কাজলকে অপহরণ করা হয়েছে অভিযোগ এনে চকবাজার থানায় মামলা করেন তার ছেলে মনোরম পলক।
ঢাকা থেকে নিখোঁজের ৫৩ দিন পর গত বছরের ২ মে রাতে যশোরের বেনাপোলের ভারতীয় সীমান্ত সাদিপুর থেকে অনুপ্রবেশের দায়ে ফটো সাংবাদিক কাজলকে আটক করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি)। পরদিন অনুপ্রবেশের দায়ে বিজিবির দায়ের করা মামলায় আদালতে সাংবাদিক কাজলের জামিন মঞ্জুর হলেও পরে কোতোয়ালি মডেল থানায় ৫৪ ধারায় আরেকটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।
প্রায় সাড়ে আট মাস কারাভোগের পর গত বছর ২৫ ডিসেম্বর জামিনে মুক্তি পান কাজল।পরে তিন মামলায় কাজলের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করলে মামলাটি বদলি হয়ে বিচারের জন্য সাইবার ট্রাইব্যুনালে আসে।

আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সুজিত চ্যাটার্জি বাপ্পী।

মাথাভাঙ্গা নদীতে নিখোঁজ হওয়া রানার সন্ধান এখনও মেলেনি

নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া রানা (১৬)কে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। রানা কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের সরিষাডুলি গ্রামের নুরুজ্জামানের ছেলে।

সরিষাডুলি গ্রামের পল্লী চিকিৎসক হাফিজুর রহমান (লালু ডাক্তার) জানান, গতকাল রোববার (১৯/০৯/২০২১) দুপুরে রানা ও জিহাদ দুই বন্ধু গ্রামের পাশ দিয়ে বহমান মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে যায়। গোসলের একপর্যায়ে রানা নদীর স্রোতে হঠাৎ তলিয়ে যায়। এ ঘটনার পর থেকে স্থানীয় লোকজন ও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দি ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা এবং খুলনা থেকে একটি চৌকস ডুবুরি টিম এসে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করেন।

রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়েও সন্ধান পাইনি নিখোঁজ রানার। ফলে সোমবার সকাল থেকে দ্বিতীয় দিনের মতো তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। বিরতিহীন ভাবে বিকেল পর্যন্ত চলে তল্লাশি অভিযান। বিকেল পর্যন্ত সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ হয়। পাওয়া যায়নি নিখোঁজ হওয়া রানার সন্ধান।

খুলনা ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের টিম লিডার শফিকুল ইসলাম জানান, নদীতে স্রোত বইছে। ফলে দুদিন ধরে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরো জানান, নিখোঁজ রানার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা নদীর উপরে টহল অব্যাহত রাখবেন।